মানব ঐতিহ্য চুক্তি

প্রস্তাবনা

আমি, মানব প্রজাতির একজন সচেতন এবং স্বশাসিত ব্যক্তি হিসেবে, স্বেচ্ছায় এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করছি। আমি এটি কোনো গোষ্ঠী, মতাদর্শ, বা জাতির সেবা করার উদ্দেশ্যে করছি না, বরং সেই সম্মিলিত উপলব্ধির ভিত্তিতে করছি যে সচেতন জীবনের টিকে থাকা, রক্ষা, এবং উন্নয়ন পৃথিবী এবং তার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ।

এই চুক্তি কোনো নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বা পরিপূর্ণতার ঘোষণা নয়, বরং এটি মানব অস্তিত্ব এবং সমৃদ্ধির প্রতি একটি স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি।

আমি এই চুক্তিতে প্রকাশ্যে স্বাক্ষর করছি, এবং জানি যে এর কোন শর্ত কেউ পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা বাতিল করতে পারবে না। এর অপরিবর্তনীয়তা সময়ের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে এবং অন্যদেরকে এটি ভিত্তি করে অবিকৃতভাবে গঠন করতে সক্ষম করে।

আমি এটিও বুঝি যে এই চুক্তি একটি মূল চুক্তির ধারণা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, যা মানুষকে তাদের ভাগ করা মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে এমন সমাজ গঠনের স্বাধীনতা দেয় — যতক্ষণ না এটি এই চুক্তির মৌলিক নীতিমালার সাথে বিরোধ করে।

মূল প্রস্তাবনাসমূহ

1. মানুষ প্রায় সবসময় সদিচ্ছাসম্পন্ন, তবে সদিচ্ছা সবসময় সঠিক ফলাফল দেয় না।

2. অশুভ প্রায়শই মন্দ ইচ্ছা থেকে নয় বরং ভুল বা অজানা উদ্দেশ্য থেকে আসে।

3. সহানুভূতি যদি উদ্দেশ্য সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তবে এটি গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে। সত্য এবং সহানুভূতি একত্রে থাকলেই প্রকৃত মঙ্গল আসে।

4. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পবিত্র। চিন্তা, অনুভব, এবং একজন ব্যক্তি হিসেবে বাঁচার স্বাধীনতা নৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

5. কোনো সমাজ বা গোষ্ঠী, যতই সদিচ্ছাসম্পন্ন হোক না কেন, কাউকে প্রশ্ন করার, ভিন্নমত পোষণ করার বা নিজের বিবেক অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচার অধিকার হরণ করতে পারে না।

6. মানবজাতির টিকে থাকা কখনই শান্তিপূর্ণ ব্যক্তিদের ক্ষতির বিনিময়ে হওয়া উচিত নয়।

7. সম্মিলিত অগ্রগতি কেবল স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মাধ্যমে সম্ভব, যারা নিজেদের উপলব্ধি, ভুল এবং সদিচ্ছা নিয়ে অবদান রাখেন।

স্বাক্ষরকারীর প্রতিশ্রুতি

এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:

1. আমার সহানুভূতিকে সত্যের সাথে এবং আমার সত্যকে সহানুভূতির সাথে সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করব।

2. সতর্ক থাকব যাতে আমার সদিচ্ছা অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির কারণ না হয়।

3. কোনো মতাদর্শ, কর্তৃপক্ষ বা জনমতকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব।

4. শান্তিপূর্ণ ব্যক্তিরা যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং জীবনযাপন করতে পারে, তা রক্ষা করব।

5. বলপ্রয়োগ বা প্রতারণার মাধ্যমে আমার মতামত চাপিয়ে দেব না।

6. অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের সাথে সহযোগিতার চেষ্টা করব, এমনকি আমাদের রীতি, বিশ্বাস বা পরিপূরক চুক্তি আলাদা হলেও।

7. বুঝি যে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা আমাকে শ্রেষ্ঠ করে না — এটি আমাকে আরও দায়িত্বশীল করে তোলে।

অপরিবর্তনীয়তার ধারা

এই চুক্তি অপরিবর্তনীয়। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ব্যবস্থা এর মূল বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে পারবে না। কেউ যদি পরিপূরক চুক্তি, দর্শন বা সংগঠনের মডেল তৈরি করতে চান, তবে তা এই চুক্তির কোনো ধারা লঙ্ঘন না করে করতে হবে।

স্বাধীনভাবে সংগঠিত হওয়ার অধিকার

এই চুক্তির সকল স্বাক্ষরকারী তাদের মূল্যবোধ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে সংগঠিত হওয়া, সহযোগিতা করা এবং আত্মপ্রশাসন করার অধিকার রাখেন, যতক্ষণ না তারা এই চুক্তির মূল প্রস্তাবনার বিরোধিতা করেন। নৈতিক ভিত্তির উপর ভিত্তি করে ভিন্ন চিন্তা ও রীতিনীতি একটি শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

প্রস্থান ধারা

যেকোনো স্বাক্ষরকারী যেকোনো সময়, যেকোনো কারণে এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন, এবং এর ফলে তাদের প্রতি কোনো শাস্তি বা নৈতিক নিন্দা প্রযোজ্য হবে না। প্রস্থান করার তথ্য মূল স্বাক্ষরের তথ্যসহ স্থায়ী ও স্বচ্ছভাবে সংরক্ষিত থাকবে।

স্বাক্ষরের তথ্য

নাম: _____

জন্ম তারিখ: _____

জন্মস্থান: _____

স্বাক্ষরের তারিখ: _____

ব্লকচেইন রেজিস্ট্রেশনের হ্যাশ: _____